ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 282-294
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.460

স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং বাংলাদেশ: একটি পর্যালোচনা

মো. তাহমিদ রহমান, *প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ), নূরুল আমিন মজুমদার ডিগ্রি কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা, বাংলাদেশ*

Received: 03.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Inclusive education for children with neurodevelopmental disorders refers to a system of education that ensures equal access to all types and levels of educational institutions in the state, according to their individual abilities along with equal opportunities and facilities. This research paper analyzes the current status, challenges and prospects of inclusive education in the context of Bangladesh for children with neurodevelopmental conditions such as Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Intellectual Disability (ID) and Specific Learning Disabilities (SLD). The objective of the study is to identify effective strategies to ensure the inclusion of these children in education and social participation. Through the analysis of both qualitative and quantitative data, it is observed that although Bangladesh has policies and legal frameworks in place, there are significant limitations in implementation. These include a shortage of trained teachers, lack of awareness, infrastructural constraints and prevailing social stigma. Additionally, the lack of family and community-based support hinders the full development of these children. The study emphasizes strengthening inclusive education systems, increasing teacher training, ensuring accessibility to education and raising public awareness. Enhancing inclusive education for children with neurodevelopmental disorders will be reflected in both micro and macro level planning and public policy. This, in turn, can help reduce economic and social disparities between the mainstream population and individuals with neurodevelopmental conditions. The research also highlights the necessity of coordinated efforts between government and non-government organizations. The findings suggest that implementing a comprehensive and inclusive education policy can significantly improve the capabilities of children with neurodevelopmental disorders, thereby increasing their social and economic participation and contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Autism, Inclusive, Neurodevelopment, Education, Society, Development

স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা (Neurodevelopmental Disorders) যেমন: অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD); মনোযোগের ঘাটতি/অতিসক্রিয়তা জনিত সমস্যা (ADHD); বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা (ID); নির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা (SLD) জনিত শিশুরা বর্তমানে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য ও

শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এই সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের সঠিক শনাক্তকরণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসন এখনও পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন গবেষণা, সরকারি প্রতিবেদন, সংবাদমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, দেশের শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোনো না কোনো বিকাশগত সমস্যার সম্মুখীন। এই শিশুদের বেশির ভাগই আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ৫–১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ১.৭% প্রতিবন্ধিতার অন্তর্ভুক্ত এবং আরও বড় একটি অংশ কার্যকরী সীমাবদ্ধতায় ভুগছে যা তাদের শিক্ষা ও সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ ২০২১'-এ বলা হয়, মোট জনসংখ্যার ২ দশমিক ৮ শতাংশ প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ অনুসারে দেশে নিবন্ধিত অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৮৬ হাজার ১৪২ জন। তন্মধ্যে ছেলে ৫২ হাজার ৮৩৮ জন ও মেয়ে ৩৩ হাজার ২৫০ জন। এ ছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছেন ৫৪ জন। একই সঙ্গে বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত, যা সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতির একটি দেশ। বিশ্ব ব্যাংকের South Asia economic focus making de-centralisation work এর সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬% এর উপরে। এই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ম্যাজিক বা রহস্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি কৌশল। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্বের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের এই সাফল্য দেশের বিরাট একটা গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন রেখে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সমাজের স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ নাগরিকদের উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলে তা আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থায় ধনাত্মক উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজে লাগবে। যদিও বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী অধিকার আইন (২০১৩) সহ বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। গবেষণায় দেখা গেছে, সম্পদের অভাব, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সামাজিক সচেতনতার ঘাটতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। অতএব, স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ, নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম, গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনাগুলো বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কাঠামো প্রস্তাব করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methods):

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনা করার জন্য মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Secondary Data Collection method) ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্নাল, বই, গবেষণাকৃত রিপোর্ট, দেশীয় ও বৈদেশিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট ও কলাম সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেমন: গুগোল, গুগোল স্কলার, একাডেমিয়া ইডিইউ, রিসার্চগেইটসহ অন্যান্য অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশিত পত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। এই পর্যায়ে গবেষক হিসেবে শুধুমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্নাল, বই, গবেষণাকৃত,

রিপোর্ট, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার তথ্য ও উপাত্ত সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেমন: গুগোল, গুগোল স্কলার, একাডেমী ইডিইউ, রিসার্চগেইট এর গবেষণাগুলো পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে এসেছি। এছাড়াও আরও অনেক প্রবন্ধ, জার্ণাল, সাময়িকী ও গবেষণাকৃত রিপোর্ট থাকতে পারে। যা সময়ের অভাবে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় কিংবা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না হওয়ায় এই প্রবন্ধে সংযুক্ত করা থেকে বিরত থেকেছি।

ফলাফল বিশ্লেষণ (Result and Discussion):

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে "স্নায়ুবিকাশ সমস্যা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং প্রতিবন্ধী" শিরোনাম সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, পত্রিকার কলাম এবং গবেষণাকৃত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করে এই গবেষণা পত্রটি তৈরি করা হয়েছে। গবেষক হিসেবে এখানে আমি বাস্তবতার নিরিখে এবং সত্যতা ও গবেষণার মানদণ্ড ঠিক করে "স্নায়ুবিকাশ সমস্যা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন, প্রতিবন্ধী" শিরোনাম সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্নাল, বই, পত্রিকার কলাম, গবেষণাকৃত রিপোর্টের সারমর্ম তুলে ধরেছি। যাহা নিম্নরূপ:

বাংলাদেশে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা (Neurodevelopmental Disorders—NDDs) যেমন: অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD); মনোযোগের ঘাটতি/অতিসক্রিয়তা জনিত সমস্যা (ADHD); বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা (ID); নির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা(SLD) জনিত শিশুরা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের সংখ্যা ও তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক বৈষম্য শিক্ষা গ্রহণে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। Rabeya Khatun[১] এবং সহকর্মীদের ২০২৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে NDD-আক্রান্ত শিশুদের প্রায় ৫৮.৬% অপুষ্টিতে ভুগছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নয় বরং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত সমস্যাও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পথে বড় বাধা। **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,** অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এর প্রকাশিত বই **"নানা সংকট একই দিশা"** ১লা নভেম্বর ২০১৭। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে **"সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে"** তে তিনি বলেন- সাংবিধানিক তাগিদ অনুসারে সবার জন্য সমসুযোগ তৈরি করা জরুরি। তাই আমাদেরকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বার্থে সমাজের সকল স্তরের মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে স্নায়ুবিকাশে বাঁধা গ্রস্থ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপর অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। **সাফিনাজ আক্তার সুভা, শিক্ষিকা**[২], পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা এর ০৮ জানুয়ারি ২০২৫ দৈনিক শিক্ষায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেন প্রতিবন্ধী শব্দ শোনামাত্রই আমাদের একটি স্থবির দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়ে ওঠে। অথচ দেশে সামগ্রিক বা সর্বাত্মক উন্নতির জন্য সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রবাহমান উন্নয়ন বা বিস্তার প্রয়োজন। সমাজের মূলধারার শিক্ষা ও স্কুলগুলোতে সব ধরনের চলাচলের যথেষ্ট ঘাটতি ও কমতি রয়েছে। শিক্ষার অধিকার, মৌলিক অধিকার হলেও এখনো দেশে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয়টা কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রত্যেক প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা সূচি হবে আলাদা। এজন্য আমাদের মানবিকভাবে চিন্তা করতে হবে। তৈরি করতে হবে আলাদা পাঠ্যসূচি ও শিক্ষক। স্কুলে এসেই তারা পাবে বিভিন্ন সেবা। সেটি থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে।

শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করলেই আমরা কেবল উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা শুরু করি, আমাদের জল-কাদা মাটিতে যে মানুষ বেড়ে ওঠে তার সমসত্ব শিক্ষার সমাধান তার চারপাশের মানুষ ও প্রকৃতির মাঝেই লুকিয়ে থাকে। আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তা আহরণ করতে হয়। এজন্য দেখা যায় প্রতিটি প্রতিবন্ধী মা দিন শেষে একেকটা স্কুল খুলে বসেন, যেন বাচ্চাকে কিছু হলেও শেখানো যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ১. নাজনীন বেগম ইভা (রিহ্যাবিটিশন হোম ফর অটিস্টিক অ্যান্ড মেন্টালি রিটার্টেড-আর এইচ এ এম) ২. ডেমনি রহমান-পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্ট ৩. ড. রওনক হাফিজ এ ওব্লিই এফ (অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে প্রতিদিনই কিছুনা কিছু কাজ অবশ্যই এগিয়েছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিলো ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে। যদিও স্কুলগুলোতে সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্কুলগুলোতে ভর্তিই নেওয়া হয় না। সরকারিভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে তবে তা সীমিত। আমাদের শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হলেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অমরা জানি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়েছে নতুন কারিকুলাম সেখানে প্রতিবদ্ধিতার বিষয়টি কতোটা ও কীভাবে স্থান পেয়েছে এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না। কারণ, শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষন হচ্ছে এবং হয়েছে তাতে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কোনো খবর শুনছি না। তবে, পাঠ্যবইয়ের কিছু পাঠে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের যে উৎসাহ দিতে হবে সে ধরনের কিছু লেসন আছে। জরিপ বলছে, প্রতিবন্ধী শিশুদের (৫-১৭ বছর বয়সী) মধ্যে মাত্র ৬৫ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং মাত্র ৩৫ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত আছে। মোট ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। এমনকি যেসব শিশু স্কুলে যাচ্ছে বয়স অনুযায়ী অন্য শিশুদের তুলনায় তারা শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। **মো. ইব্রাহিম সাকিব, প্রাবন্ধিক ও গবেষক**[৩] ০৩ জানুয়ারি ২০২৬ জাগরণ নিউজ বাংলায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেন- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) কেবল একটি শিক্ষানীতি নয়, এটি একটি মানবিক দর্শন, যেখানে বলা হয়, প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আলাদা নয়, বরং শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এমন হতে হবে, যেখানে সব শিশু একসঙ্গে শিখতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) মানে শুধু শিশুদের একসঙ্গে বসানো নয়। এর জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষক, যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শেখার ধরন বোঝেন এবং ধৈর্য ও ভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠদান করাতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যকে শক্তিতে রূপ দিতে জানেন কিন্তু বাস্তবে অনেক শিক্ষকই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পান না। তাছাড়া অনেক অভিভাবক এখনও মনে করেন, প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে পড়লে তাদের সন্তানের পড়াশোনার ক্ষতি হবে। এই ভ্রান্ত ধারণাই -এর পথে বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। একই শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন সক্ষমতার শিশু একসঙ্গে পড়লে সকলের মধ্যেই সহানুভূতি ও মানবিকতা বাড়ে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই বিভাজন ধীরে ধীরে ভেঙে যায়। সুস্থ এবং স্বাভাবিক শিশুরাও শিখতে পারে, সব মানুষ এক রকম নয়, তবু সবাই সমান মর্যাদার দাবিদার। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) কোনো দয়ার বিষয় নয়, এটি একটি অধিকার। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমান সুযোগের এই লড়াই আসলে মানবিক সমাজ গঠনের লড়াই। শিক্ষা যদি সত্যিই পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়, তবে সেই শিক্ষা কাউকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

ইসমাইল মাহমুদ, গণমাধ্যমকর্মী ও কলামিস্ট[৪] এর ০৪ নভেম্বর, ২০১৯ দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেন সরকার দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা বলেন কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এ সাফল্য থেকে অনেকটাই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুরা। একাধিক গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গেছে,

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর ৬৫ শতাংশই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশুর ৬৫ শতাংশই এখনো বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত।

এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ৭৫ শতাংশই এখনো রয়ে গেছে শিক্ষার বাইরে। দেশের কুড়িগ্রাম জেলার হতদরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে 'হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-হিউম্যানিটি অ্যান্ড ইনক্লুসন (এইচআই) বাংলাদেশ' প্রোগ্রাম। এ প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপ ও গবেষণাটি পরিচালনা করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)'। এ সংস্থার গবেষক দলে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকীসহ বেশ কয়েকজন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ। গবেষক দল তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল অন দ্য ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ প্রভার্টি গ্র্যাজুয়েশন মডেল বেজলাইন রিপোর্ট শীর্ষক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কুড়িগ্রাম জেলার দুটি উপজেলায় প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন ৬৮৬টি হতদরিদ্র পরিবারে জরিপ চালিয়ে এসব পরিবারের প্রতিবন্ধী ও অন্য সদস্যদের শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও আয় বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় এসব পরিবারের ছয় থেকে ১৪ বছর বয়সি বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যে ৬৫ শতাংশই স্কুলে যাচ্ছে না। এ ছাড়া এসব পরিবারের মোট প্রতিবন্ধীর ৭৫ শতাংশ কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি। আর শিক্ষার আওতায় আসা ৩৫ শতাংশ প্রতিবন্ধীর ১৫ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধু সাক্ষর জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের অধিকাংশই গবেষক দলকে জানিয়েছেন, তারা তাদের জীবনের এক দিনও কোনো স্কুলে যাননি। বাকি অংশ যারা স্কুলে গেছেন তাদের শিক্ষার দৌড় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। গবেষণায় যে তথ্য এসেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এখনো প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়েই রয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এসব শিশুকে বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একইভাবে, Jinat Alam[৫] প্রমুখ (২০২৫) পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের জীবনমান (quality of life) উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যা তাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও শেখার সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ভিত্তিক উদ্যোগ নয়, বরং একটি সমন্বিত (holistic) দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো ও নীতিগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আইনগত ও নীতিগতভাবে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রসর। Mohammad Tariq Ahsan ও Lindsay Burnip (২০১৬) তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সম্পদের অভাব ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাদের গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয় যে বাংলাদেশে প্রায় ৮৯% প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তব চিত্রকে অত্যন্ত দুর্বলভাবে উপস্থাপন করে। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা নির্দেশ করে, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে শিক্ষার সুযোগ, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং সহায়ক প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে শহরাঞ্চলে কিছু অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ থাকলেও তা সারাদেশে সমভাবে বিস্তৃত হয়নি। চিকিৎসা ও শিক্ষাগত গবেষণার তথ্য অনুযায়ী স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যার প্রাথমিক শনাক্তকরণ (early detection) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Naila Z Khan[৬] সহ গবেষকদের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে নিউরোডেভেলপমেন্টাল ইম্পেয়ারমেন্ট উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দেরিতে

শনাক্ত হয়। ফলে শিশুরা যথাসময়ে বিশেষ সহায়তা বা উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ পায় না। এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিং ও সনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। তবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের অভাবে এই প্রক্রিয়া এখনও দুর্বল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। Muhammed Mahbubur Rahaman[৭] প্রমুখের গবেষণায় দেখা যায় যে পারিবারিক আয়, অভিভাবকের শিক্ষার স্তর এবং বসবাসের স্থান (গ্রাম/শহর)স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। **ড. মোস্তফা কে মুজেরী, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ**[৪] দৈনিক বনিকবার্তা, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ, দেশের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডায় 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' মডেল -এ বলেন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত এমন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ যেখানে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকারসহ সব নাগরিকের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। কয়েক দশক ধরে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সত্ত্বেও এটা সত্য যে বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তীকরণের মাত্রা এখনো একটি উদ্বেগের বিষয়। এজন্য আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন যাতে উন্নয়নের সব অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক মাত্রা ও সুবিধার বণ্টন সমাজের সব জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ন্যায়সংগতভাবে অর্জন করা যায়। অন্য কথায় বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডায় উন্নয়ন কৌশল ও নীতি প্রণয়নের মৌলিক নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সমাজের সব বিভাজনের ক্ষেত্রে কল্যাণের ন্যায়সংগত বণ্টনের ওপর দৃষ্টি দেয়, এজন্য ধারণাটিতে আয় ও সম্পদ ছাড়াও কল্যাণের অন্য সব মাত্রাই অন্তর্ভুক্ত।তাই বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সমতা ও ন্যায়বিচারের নীতিকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি সব ব্যক্তির মঙ্গলকে ব্যাপকভাবে উন্নত করার সমার্থক। একটি টেকসই ও সবার অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয় বা কোনো শ্রেণীবিশেষের নয়, সব মানুষের জন্যই উন্নয়ন— এটিই আমাদের দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের উন্নয়নের মডেল আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে যাতে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন হয়, টেকসইতা নিশ্চিত হয়, উন্নয়নের সুফল সমভাবে বণ্টিত হয়, যাতে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে। এ ধরনের মডেলটিই আমাদের জন্য উপযুক্ত ও কাম্য মডেল। বাংলাদেশের বর্তমান দায়বদ্ধতা হচ্ছে নীতি এমনভাবে প্রস্তুত করা, যাতে বঞ্চনা ও বৈষম্য মোকাবেলার পাশাপাশি উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি উভয়ই সম্ভব হয়। এজন্য ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত সুযোগকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কাঠামো গ্রহণের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সবার জন্য উপকারী ও কাউকেই পিছিয়ে না রাখে। স্পষ্টতই এসব নীতির অনেকের মধ্যে ট্রেড-অফ থাকতে পারে, তবে যেসব নীতি সবার জন্য সুফল সৃষ্টি করে সেগুলো কোনো দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা উন্নয়ন করেছি, কিন্তু উন্নয়নটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। আমাদের উন্নয়ন মডেলের কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার যা উন্নয়নকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা কাউকে পিছিয়ে রাখবে না; অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন হবে। এতে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী

এককভাবে লাভবান হবে না।

মো. রেজাউল ইসলাম, শিক্ষক, পাইকগাছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা[৯] এর ১০মে, ২০২৪ দৈনিক মানবকণ্ঠে প্রকাশিত একীভূত শিক্ষা: বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রবন্ধে বলেন- বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ১৯, ২৮ ও ২৯ একীভূত শিক্ষার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে কারণ এই অনুচ্ছেদগুলো বাংলাদেশের সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা ও সুযোগের সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ১৭ প্রতিপালনের জন্য ১৯৯০ সালে দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি করা হয় যা একীভূত শিক্ষার মূল দর্শন 'সবার জন্য শিক্ষা'কে সমর্থন করে। ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৮টি উপজেলায় এবং ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি সারাদেশে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইনকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করে। এরপরে আরো তিন দশক পেরিয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। যেসব শিশু এখনও শিক্ষার আওতায় আসেনি তাদের বেশিরভাগই প্রতিবন্ধী ও ছিন্নমূল। সরকার এসব শিশুকে দেশের মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০ কে একীভূত শিক্ষার আলোকে প্রণয়ন করে। এখানে প্রতিবন্ধী শিশু, আদিবাসী শিশু, পথশিশু, পরিত্যক্ত শিশু, পরিচয় বিহীন শিশু, শরণার্থী শিশুসহ সবাইকে একই শ্রেণিকক্ষে একই মানের শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ কেও একীভূত শিক্ষার চেতনায় সজ্জিত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ এ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সব প্রতিবন্ধী শিশু, অসহায় শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য সময়মতো শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে একীভূত শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কিছু নীতি ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন: প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা-১৯৯৫, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো ডেভলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ ইত্যাদি।এতদসত্ত্বেও, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিক্ষার চেতনায় ঘাটতি দেখা যায়। এ প্রবণতা দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশি দেখা যায়। সেসব প্রতিষ্ঠানে সমাজের সব শ্রেণির শিশুর জায়গা হয় না। কারণ, সেখানে বেতন বেশি হওয়ায় উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরাই কেবল পড়তে পারে। সমাজের অসহায়, ছিন্নমূল, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিশুরা যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব জায়গাতেই এ ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, আমাদের সমাজে এখনও একীভূত শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান আছে। আমাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের একাংশ এখনও সমাজের প্রতিবন্ধী, অসহায়, গরিব ও ছিন্নমূল শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় দেখতে চান না। তারা এসব শিশুদের ঘৃণা করেন এবং তাদের স্বাভাবিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অসহযোগিতা করেন। এটা নিঃসন্দেহে এখানকার একীভূত শিক্ষার পথে বড় অন্তরায়।বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষার বাস্তব চিত্র খুব একটা ভালো নয়। এখানে একীভূত শিক্ষা নিয়ে অনেক কিছু করার এখনো বাকি আছে। **ড.তারিক আহসান ও ম.মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া অধ্যাপক আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**[১০] এর ১৩ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক একীভূত শিক্ষা সম্মেলন ও বাস্তবতা" প্রবন্ধে বলেন একীভূত শিক্ষা শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগীয়, ভাষাগত বা অন্য যেকোনো অবস্থা বিবেচনা না করেই সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বিদ্যালয়ের

দায়িত্ব ঘোষণা করে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সব ধরনের সুবিধাবঞ্চিত শিশু, বিশেষ করে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা' শুধু শিক্ষিতই হয় না, তারাও হয়ে ওঠে চাকরির ও নেতৃত্ব প্রদানের উপযুক্ত, ভালো উদ্যোক্তা, গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সদস্য ও নাগরিক। একীভূত শিক্ষায় প্রতিবন্ধী, অপ্রতিবন্ধীসহ সব শিশুকে একই শিক্ষক দ্বারা, একই পরিবেশে একসঙ্গে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করা হয়। এর মূল ভিত্তি নির্ভর করে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের ওপর। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিশুটির সমস্যার দিকে নয়, বরং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুটিকে একীভূতকরণে বাধাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রথমত বিদ্যালয়ে প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, যাঁদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকবে; যাতে করে তাঁরা প্রতিবন্ধী শিশুসহ সব শিশুর চাহিদা একইভাবে পূরণ করতে সক্ষম হন। কোনো শিশু যেন তার চাহিদার কারণে শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার না হয়। এ জন্য রিসোর্স শিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক সম্যক ধারণাসহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুর লিখন পদ্ধতি ব্রেইল, গণনার যন্ত্র অ্যাবাকাস, বাকপ্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ইশারা ভাষা এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুর পড়া শিক্ষাপদ্ধতি, অঙ্ক শিক্ষাপদ্ধতি, কথা ও ভাষা শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।বাস্তবতা হচ্ছে, সারা বিশ্বে মাত্র ৫২ শতাংশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা গেছে; যা বাংলাদেশে কোনোভাবেই ২৫ শতাংশের অধিক নয়। অথচ গবেষণায় প্রমাণিত ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু সামান্য বা কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করতে পারে। ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু কিছুটা পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পারবে। শুধু ২০ শতাংশ উচ্চমাত্রার বা চরম প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিশু মুক্তভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ও নিজস্বতাবোধ অর্জন করতে পারে। সব শিশু বৈচিত্র্যকে বুঝতে ও সম্মান করতে শেখে। অনুধাবন করতে শিখে যে প্রত্যেক মানুষের ভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে। শিক্ষকরা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বেশি শিশুকেন্দ্রিক, কার্যকর ও সৃজনশীল হয়; যে কারণে একজন শিক্ষক পাঠদানে সন্তুষ্ট হন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর শিখনের সঙ্গে অভিভাবকরা আরো বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান এবং শিশুর শিক্ষা ও সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও সচেতন হন। তা ছাড়া একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পায়। মূলত একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম প্রত্যেক শিশুর শিক্ষায় সাম্যতা ও অধিকার নিশ্চিত করে। ভেঙে ফেলে সমাজের দীর্ঘদিনের বৈষম্যপূর্ণ কাঠামো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় একীভূত শিক্ষা দর্শনের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Dr. Md. Ahsan Habib প্রায়ই তার লেখনী ও কলামে উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সকল শিশু সমান সুযোগ পায়। যদিও এটি একটি মতামতভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। ফলে তারা শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হন। আন্তর্জাতিক গবেষণার ফলাফলও দেখায় যে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যকর হয় না। বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এই সমস্যা আরও প্রকট। এতে করে

NDD-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুরা শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। প্রযুক্তি ও সহায়ক উপকরণের ব্যবহার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তবে বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনও সীমিত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যাক্সেসিবিলিটি এখনও পর্যাপ্ত নয়, যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা।

ফলে অনলাইন বা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠতে পারেনি। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সচেতনতা থাকলেও বাস্তবায়নের ঘাটতি একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার "অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা"কে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তবে মাঠপর্যায়ে পর্যাপ্ত তদারকি, অর্থায়ন ও মূল্যায়নের অভাবে এর কার্যকারিতা সীমিত। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিবেদনে প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের মধ্যে বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা। অনেক পরিবার এখনও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাকে সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে দেখে এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করে। এই মনোভাব পরিবর্তন না হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে বাংলাদেশে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অর্থনীতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো এবং নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন— সবকিছু মিলিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

উপসংহার:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), এসডিজি বা বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ হলো ১৭টি। দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১); ক্ষুধা মুক্তি (এসডিজি ২); সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি ৩); মানসম্মত শিক্ষা (এসডিজি ৪); লিঙ্গ সমতা (এসডিজি ৫); নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি ৬); সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি ৭); শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮); শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি ৯); অসমতার হ্রাস (এসডিজি ১০); টেকসই নগর ও জনপদ (এসডিজি ১১); পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (এসডিজি ১২); জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি ১৩); জলজ জীবন (এসডিজি ১৪); স্থলজ জীবন (এসডিজি ১৫); শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (এসডিজি ১৬); অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (এসডিজি ১৭)। এর মধ্যে ৩, ৪, ১০, ১৭ নম্বর লক্ষ্য গুলো স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা ব্যতীত যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বেশির ভাগ পদক্ষেপ বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর এর অধীনে কল্যানমূলক দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সাময়িক ভাবে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিস্থিতি কিছুটা সমাধান হলেও এখনো অধিকারগত অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলাদেশে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় যা রাজধানী ঢাকা শহরের বাইরে নেই বললেই চলে। অল্প যে কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সেগুলোও অনেক ব্যয়বহুল। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে যে সকল বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সেগুলোতেও যথাযথ রাষ্ট্রীয় তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কথা কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাগরিকদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থাৎ এখানেও পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে কল্যানের চোখে দেখা হচ্ছে। যা স্পষ্টই রাষ্ট্রের নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের

মহাসড়কে যুক্ত। উন্নয়নের এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে দেশের সবার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ নাগরিকদের সঠিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে একসময় তারা দেশের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা না করে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ভবিষ্যতে চাকরির উপযোগী করে গড়ে তুলতে বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ করতে হবে। স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ নাগরিকদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতার সকল বিষয় গুলোকে জাতীয় পাঠ্যক্রমের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করণ জরুরি। মানব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের সমাজ জীবন। সামাজিক জীবনে অভ্যস্থ হয়ে যে সমাজে আমরা বসবাস করছি সেখানে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। জীবনধারনে কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। রঙে, কথায়, আচরণে, চলাফেরায়, চিন্তা-চেতনায় মিল নেই। প্রতিভাও সবার সমান নয়। শুধু কি তাই উচ্চতা, আয়-ব্যয়, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থাতেও কতো বৈচিত্র্য আমাদের। আমাদের মধ্যে কেউ উদার, কেউ অনুদার; কেউ কোমল, কেউ রাগী; কেউ অন্তর্মুখী, কেউ বহির্মুখী। ঠিক তেমনি এক বৈচিত্র্য স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ নাগরিকগণ। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য অন্তর্ভুক্তি করণ পক্রিয়াতে যদি আমরা যথাযথ সম্মান ও সক্ষমতার সাথে স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল নাগরিক শক্তি বৃদ্ধিতে জাতিগতভাবে লাভবান হবো।

তথ্যসূত্র:

[১]https://share.google/nOMjXzecPIuoeaqVv

[২]https://www.dainikshiksha.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0

[৩] Jagoron News https://share.google/wnHm5cyr1dFpjohe8

[৪]Protidiner Sangbad https://share.google/griUzXWhnpL9kzRML

[৫] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12615965/

[৬]https://www.researchgate.net/publication/10629709_Studies_of_children_in_developing_countries_How_soon_can_we_prevent_neurodisability_in_childhood

[৭]https://www.researchgate.net/publication/379549170_Accessibility_and_Inclusion_of_Students_with_Disabilities_in_University_of_Dhaka_Transforming_the_University_in_Line_with_Sustainable_Development_Goals

[৮] https://share.google/cC2kWhMpxe4eF2LfU

[৯] https://manobkantha.com.bd/news/print/604847

[১০]https://www.ekalerkantho.com/home/displaypage/news_2017-02-13_14_15_b

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমদ, কাজী খলীকুজ্জমান। (২০১৭), নানা সংকট একই দিশা। পালক পাবলিশার্স, ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা, ১০০০।

২. দীপান্বিতা ঘোষ জিহাদ আল মেহেদী সগীর হোসাইন খান। (২০২২), অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় করনীয়। দৈনিক সমকাল, ১৬ জুন, ২০২২, ঢাকা, বাংলাদেশ।
https://samakal.com/editorial/article/117186/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F
৩. হোসেন, ইমদাদ। (২০২৫), মানসম্মত শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দৈনিক ইনকিলাব, ১১ আগস্ট ২০১৫, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://dailyinqilab.com/editorial/article/794298
৪. খান, সালেহীন। (২০২৫), জাতীয় স্বার্থে প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির আহবান। দৈনিক দেশ রূপান্তর, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫।
https://www.deshrupantor.com/amp/638879/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
৫. ইসলাম, রেজাউল। (২০২৪), একীভূত শিক্ষা বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা। দৈনিক মানবকণ্ঠ, ১০মে ২০২৪। https://manobkantha.com.bd/news/print/604847
৬. পাহাল, শামুহীক। (২০২৪), অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা সাধারণ শিশুদের জন্যও ভালো কাজ করে। ২৪ অক্টোবর, ২০২৪। https://samuhikpahal.org/bn/reflections-and-opinions/inclusive-education-works-better-for-typical-kids-too/
৭. দত্ত, ড. পল্টু। (২০২৪), বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার দর্শন। দৈনিক মানবকণ্ঠ, ০১জুন, ২০২৪ ঢাকা, বাংলাদেশ। https://manobkantha.com.bd/news/print/605975#google_vignette
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীষা। (২০১৯), মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এদেরও। দৈনিক আনন্দ বাজার, ০৪ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, কলকাতা, ভারত। https://www.anandabazar.com/editorial/government-has-to-include-the-tribal-students-on-mainstream-education-1.945070
৯. রহমান, মো. তাহমিদ। (২০২৪), শিক্ষা তাদের অধিকার, মায়েদের অধিকার হোক ছায়া শিক্ষক হওয়ার,। ০৩ জুলাই ২০২৪, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/editorial/228400/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0--%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%95-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0

১০. আতিউর, রহমান। (২০২১), অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল আমাদের অগ্রগতির বড় কারণ। বাংলা ইনসাইডার, ৩১ মে ২০২১, ঢাকা, বাংলাদেশ।

https://www. banglainsider.com/interview/61856/

১১. মুজেরী, ড. মুস্তফা কে। (২০২৫), দেশের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডায় 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' মডেল নিতে হবে। দৈনিক বনিকবার্তা, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ঢাকা, বাংলাদেশ।

https://share.google/cC2kWhMpxe4eF2LfU

১২. দেবকুমার (২০২০), অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব। এডুটিপস পাবলিকেশন্স, ২৩৫/৭, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৩. Kar. Chintamani, Exceptional Children Their Psychology and Education. Sterling Publication Pvt. Ltd. New Delhi.

https://edutiips.com/briefly-discuss-importance-of-inclusive-education/

১৪.Mangal, S. K. Educating Exceptional Children: An Introduction to Special Education. PHI Learning Pvt. Ltd. New Delhi.

https://edutiips.com/briefly-discuss-importance-of-inclusive-education/

১৫. ড. ডি.এম. ফিরোজ শাহ্ (২০২৩), একীভূত শিক্ষা, জেন্ডার, অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল, একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লি. (এপিএল), ২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা -১২০৫।

১৬. অধ্যাপক ড. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মো. সাইদুর রহমান খান, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সারোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, অধ্যাপক ড.এ কিউ এম শফিউল আজম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, হামিশ হিগিংসন,গ্লোবাল টেকনিক্যাল লিড, ইনক্লুসিভ এডুকেশন, সাইটসেভার্স, নাজমুল বারী,এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, সেন্টার ফর ডিসঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট(২০২৫), বাড়ি থেকে বিদ্যালয়: প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষায় অগ্রগতি, দৈনিক প্রথম আলো, ২১জুলাই ২০২৫, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://www.prothomalo.com/roundtable/ivwg7d12gw

১৭. রাবেয়া বেবী (২০২৬), সচেতনতা বাড়লেও শিশুদের জন্য নেই প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম, দৈনিক ইত্তেফাক, ২এপ্রিল ২০২৬, ঢাকা, বাংলাদেশ। |
https://epaper.ittefaq.com.bd/m/580692/69cd43bd7c81e?fbclid=IwY2xjawQ66F9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR71lXAru7XvWYlq9sU

EFYW-
Wge6Ih4cKA_i4FmKFljKRrVaNtNTP6mLbcG3Lg_aem_u_C3yOCfdbypZexsHcrkYA

১৮. Rahman, MR (2020), Ensuring Inclusion of Persons with Disabilitics through Financial Inclusion: An Experimental Study on Sitakund Upazila, Financial Inclusion Bangladesh-FIN-B, AN initiative for Instituc for Inclusive Finace and Development (InM), PKSF Bhabon, E-4/B, Agargaon A/A, Shre-c-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.

১৯. https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/south-asia-development-update

২০. Nutritional status of children with neurodevelopmental disorders: a cross-sectional study at a tertiary-level hospital in northern Bangladesh, Rabeya Khatun 1, Md Kaoser Bin Siddique 2, Mst Reshma Khatun 3, Maskura Benzir 4, Md Rafiqul Islam 1, Sohel Ahmed 5, Olav Muurlink 6 National Institutes of Health (.gov) https://share.google/nOMjXzecPIuoeaqVv

২১. শেলী সেনগুপ্তা (২০২৪), বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নের দায়িত্ব, দৈনিক সময়ের আলো, ২জুন ২০২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://share.google/IHcz5AooCo1jV8uu5

২২. শেলী সেনগুপ্তা (২০২৪), প্রতিবন্ধীদের অন্তর্নিহিত শক্তি সন্ধান করতে হবে, দৈনিক সময়ের আলো, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://www.shomoyeralo.com/news/298876